বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট

পরিচিতি:

১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে উন্নয়ন প্রকল্প হিসাবে ''বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট'' নামে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৬ সময়কালে দুই পর্যায়ে ইউএনডিপি, নোরাড ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয় এবং উল্লিখিত সময়ে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর নিজস্ব ভবনটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে "বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট আইন-২০০৪" দ্বারা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর অধীনে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তেল, গ্যাস ও খনিজ খাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও পেশাজীবীদের কারিগরি, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, উচ্চতর গবেষণা, পেট্রোলিয়াম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যাবতীয় উপাত্তের সমন্বয়ে একটি ব্যবস্থাপনা ডাটা ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর উদ্দেশ্য। বিপিআই ভবনটি উত্তরা মডেল টাউনে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। সম্প্রতি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের মূল ভবনটি সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকায়ন করার মাধ্যমে অধিকতর মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে (বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট) সহায়ক পরিবেশ তৈরীতে সক্ষমতা অর্জন করেছে।

বিপিআই এর পরিচালনা ব্যয় সরকারের রাজস্বখাত, পেট্রোবাংলা ও বিপিসি হতে অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা নির্বাহ করা হয়। এ ছাড়া প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য খাত হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারাও বিপিআই এর ব্যয় নির্বাহ করা হয়। তেল, গ্যাস ও খনিজ খাতে কর্মরত পেশাজীবী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যাদি এবং শিক্ষামূলক সমন্বিত সমীক্ষা পরিচালনা, প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিতকরণ ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদি কার্যাদি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিবকে চেয়ারম্যান করে গঠিত ১০ সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর কার্যাবলি:

(ক) তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের সকল পেশাজীবী ও কর্মকর্তার উচ্চতর প্রশিক্ষণ, উক্ত খাতের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষা বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনা ও ক্রমান্বয়ে এই সকল কর্মকান্ডের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে উপযোগী স্থাপনাদি উন্নয়ন ও সুযোগ সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ করা;

(খ) তেল, গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধান কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সমীক্ষা, পরীক্ষা, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি পরিচালনা এবং এতদসংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করা;

(গ) বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং ইন্সটিটিউটের কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন ও স্বীকৃতি লাভের জন্য যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা;

(ঘ) আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে তেল, গ্যাস ও খনিজ বিষয়ক একটি জাতীয় তথ্য ব্যাংক স্থাপন এবং ইন্সটিটিউট-কে পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ সেক্টরের রেফারেন্স কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা;

(ঙ) জাতীয় তথ্য ব্যাংকে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত বিভিন্ন উপাত্ত, প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ ও বিক্রয় করা;

(চ) ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত সার্ভিস ও ইন্সটিটিউট পরিচালিত যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্য গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক ধার্যকৃত ও অনুমোদিত হারে ‘‘ফি’’ গ্রহণ করা;

(ছ) ইন্সটিটিউটের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগার, ওয়ার্কশপ, ডরমিটরি ও অন্যান্য সুবিধাদি স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা ও প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষ সাধনে বিশ্বের অন্যত্র পরিচালিত অনুরূপ ইন্সটিটিউটের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করা।